তারিখ ... 27/6/79 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হোমিওপ্যাথিক কোয়াকদের উচ্ছেদ করা হউক

বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের ফলেই দেখা গিয়াছে "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা একটি বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি। এই চিকিৎসা পদ্ধতি অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা না করিয়া রোগীর চিকিৎসা করা হয়। বাহির হইতে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলিকে সাদা পানির মত মনে করা হয়। তাই তাহাদের ধারণা ঐ সাদা পানির গুণে কি রোগ নিরাময় হয় বা আদৌ কলেজের মাধ্যমে ইহা লেখাপড়া করিতে হয়। অজ্ঞ লোকেরা ঐ সাদা পানিকে সহজ বলিয়া মনে করিলেও উহা তত সহজ নয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যাজগতে প্রবেশ করিলে বুঝা যায়, এই সাদা বোতলের পানিগুলি এত জটিল যে, এক বোতলের পানি অন্য বোতলের পানি হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং এক বোতলের পানির ক্রিয়া অন্য বোতলের পানির ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র। ঐ সাদা বোতলের পানিগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঔষধ সামগ্রী। যে কোন জটিল রোগীর ক্ষেত্রে ঠিকমত ঔষধ নির্বাচন করিতে পারিলে ঐ সাদা বোতলের পানি মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। সুতরাং এই সাদা পানির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে বোর্ডের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শারীরিক বিদ্যা, প্যাথলজি বিদ্যা, ফিজিওলজি বিদ্যাসহ চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি ৪টি বৎসর একান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পাঠ করিতে হয়।" চিকিৎসা কর্ম চালাইয়া যাইতে হইলে তাহাকে আজীবন লেখাপড়া করিতে হয়। কেননা হোমিওপ্যাথিতে সংখ্যাতীত ঔষধ—যাহা কোন চিকিৎসকের পক্ষে এককালীন মুখস্থ রাখিয়া চিকিৎসা কর্ম চালাইয়া যাওয়া দুরূহ ব্যাপার। উপরন্তু একটি ঔষধের লক্ষণের সঙ্গে অন্য ঔষধের লক্ষণ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে প্রকৃত রোগীর ক্ষেত্রে প্রকৃত ঔষধ নির্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে।

কিন্তু ইদানীং দেখা যায়, কোন লোক কোন হোমিও ফার্মেসীতে ২/৩ বৎসর কাজ করিয়া একখানা "মেটিরিয়া মেডিকা" বা পারিবারিক হোমিও চিকিৎসা বই ক্রয় করিয়া স্বঘোষিত হোমিও ডাক্তার সাজিয়া হোমিওপ্যাথিক ভুল ব্যাখ্যা দিয়া নিয়ম-নীতিকে বিসর্জন দিয়া চিকিৎসা করিতেছেন।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জাতীয় হোমিও মেডিকেল ছাত্র পরিষদ এবং হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমূহের ছাত্র সংসদ এই কোয়াকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন, যেন এরা চিকিৎসার নামে সাধারণ লোকদের ফাঁকি দিতে না পারে।

—মোহাম্মদ সোলাইমান খান; বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, শৈশবিভাগ, তৃতীয় বর্ষ, ঢাকা।